ইত্তেফাক

তারিখ 4/2/79
পৃষ্ঠা 2 কলাম 1

113

দৈনিক ইত্তেফাক

রবিবার, ২১শে মাঘ, ১৩৮৫

ইহা একটি দৃষ্টান্ত মাত্র

প্রাথমিক শিক্ষকদের দুর্দশা সংবাদপত্রের সনাতন বিষয়গুলির মধ্যে একটি। খবরের কাগজে প্রাথমিক শিক্ষকদের দুর্দশার কাহিনী যত লেখা হইয়াছে, তার ভগ্নাংশের ভগ্নাংশও যদি সংশ্লিষ্ট মহলের কর্ণগোচর হইত এবং সেভাবে কোন কার্যকর ব্যবস্থা লওয়া হইত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ আজ আর সেই একই পুরাতন কাসুন্দি ঘাঁটিবার দরকার পড়িত না। কিন্তু কাহার কাজ কে করে? আর সে কারণেই আবার আমাদের এই সম্পাদকীয় নিবন্ধে প্রাথমিক শিক্ষকদের দুর্দশার বিষয়টি তুলিতে হইতেছে। শিক্ষকদের বলা হয় মানুষ গড়ার কারিগর। কিন্তু সেই মানুষ গড়ার কাজটি তাঁহারা কিভাবে সম্পন্ন করিতেছেন এবং তাঁহাদের নিজেদের অবস্থাটিই বা কেমন, মুখে আমরা যত কথাই বলি তাহা খুঁজিয়া দেখার গরজ আমাদের বড় একটা আছে বলিয়া মনে হয় না। যশোর হইতে ইত্তেফাকের নিজস্ব সংবাদদাতা জানাইয়াছেন, যশোর জেলার ২৬টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১০৪ জন শিক্ষক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় মঞ্জুরী না আসায় গত তিন মাস যাবৎ বেতন পাইতেছেন না।

খবরটি নূতন কিছুই নহে। আর ইহা কেবল যশোর জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির জন্যই প্রযোজ্য, তাহাও নয়। প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির হাল অবস্থা সম্পর্কে সামান্য খোঁজখবর নিলেও ছবি বিশেষ আলাদা হইবে না। আর তিন মাসের বেতন যে কেবল প্রাথমিক শিক্ষকদেরই বকেয়া পড়িয়া থাকে, এমনও নয়। শিক্ষক ছাড়াও আরও বহু কর্মচারী তিন মাস কিংবা তাহারও অধিক সময় হয়তো পাওনা বেতন হইতে বঞ্চিত থাকেন। এসব ঘটনা একেবারে কখনই ঘটিতে পারে না, তেমন কথাও আমরা বলি না। আমাদের কথা ভিন্ন। আমাদের বক্তব্য হইল, দেশে যখন কয়েকটি নির্বাচিত থানা-ভিত্তিক হইলেও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের বিষয়টি লইয়া শিক্ষা দফতর চিন্তাভাবনা করিতেছেন, তখন ২৬টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা তিন মাস যাবৎ বেতন পাইবেন না, এ কেমন কথা? বেতন না পাওয়ার সময়সীমা ইতিমধ্যেই তিন মাস গড়াইয়া গিয়াছে এবং তাহার পরও কবে বেতন পাওয়া যাইবে, সে সম্পর্কেও কোন নিশ্চয়তা পাওয়া গিয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। অর্থাৎ আমরা যখন ২৬টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১০৪ জন শিক্ষকের তিন মাসের বেতন না পাওয়ার বিষয় লিখিতেছি, হয়তো তাহার পর আরও বহু সময় যে এভাবে চলিয়া যাইবে না, তাহা কে বলিতে পারে!

ভাবিয়া দেখা দরকার, একজন প্রাথমিক শিক্ষকের অর্থনৈতিক অবস্থা আসলে কেমন। তাঁহার পক্ষে কি কোন মতেই মাসের পর মাস মাহিনার টাকা ফেলিয়া রাখিয়া নিজের ও পরিজনের ভরণ-পোষণ সম্ভব? যদি সম্ভব না হয় তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা কি কোমলমতি শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের কাজটিও ভালমত সম্পন্ন হইবে? শিক্ষকেরা তাঁহাদের বকেয়া টাকা একদিন না একদিন পাইবেন, কিন্তু নিজেদের আর্থিক দুরবস্থা ও দুশ্চিন্তার কারণে শিক্ষকেরা যে ভালভাবে পড়াইতে পারিলেন না এবং সেজন্য শিক্ষার্থীদের এই শিক্ষায়ও যে অনিবার্য বকেয়া পড়িল, তাহা শোধ করিবে কে? আমরা কোন কিছুকেই সরকারীকরণ করিতে বলি না। ইদানীং দেখা যায়, কোন্ স্কুল আর কোন্ কলেজ সরকারী হইতে পারিল আর পারিল না, তাহা লইয়া দৌড়ঝাঁপের শেষ নাই। মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের কথা দূরে থাকুক, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রেই অবস্থা হইল শিক্ষকগণ সামান্য মঞ্জুরীর অভাবে কয়েক মাস বেতন পান না। আমাদের মত শিক্ষায় অনগ্রসর একটি দরিদ্র দেশে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বের বিষয়টি ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু গোড়ায় গলদ রাখিয়া কোন কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন হইতে পারিবে? শিক্ষাক্ষেত্রটিও ইহার ব্যতিক্রম নহে। যাহাই করিতে হয়, সে বিষয়ে সঠিক ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা চাই। নচেৎ এ ধরনের ঘটনারই কেবল পুনরাবৃত্তি হইবে। প্রাথমিক শিক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে যাহাতে এই গড়িমসি, টালবাহানা ও উপেক্ষার মানসিকতা দূর হয়, সেজন্য শিক্ষা বিভাগের উচিত সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া সময়োপযোগী ও বাস্তবভিত্তিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।